124

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 SEP 1998 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ।। পর্যালোচনা

মোঃ আতোয়ার রহমান

বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার দিকে তাকালে দেখা যায়, এর মান দারুণভাবে নিম্নগামী ও হতাশাব্যঞ্জক। বিগত কয়েক বছরের পরীক্ষার ফলাফল বিচার করলে দেখা যায়, তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষার এবং অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাই বেশি। এটা উচ্চ মাধ্যমিক ক্রমাবনতিশীল মানের সূচক। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এটা এখন একটা বিরাট জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে এবং কলেজগুলোর ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, চাকরি ও অন্যান্য পরীক্ষায় প্রার্থীদের দুর্বল পারদর্শিতা ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমাদের শিক্ষার্থীদের মান সম্বন্ধে আস্থাহীনতায় আমাদের শিক্ষার মানের করুণ চিত্রই ফুটে ওঠে।

১৯৮১-৮৯ সময়কালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ সময়ে ৫৪.৩৪% ছাত্র ফেল করেছে। কেবলমাত্র ৩.৭১% ছাত্র প্রথম বিভাগে ২১.০৪% ২য় বিভাগে এবং ২১.৩৩% তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৯৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৫.০৩% প্রথম বিভাগে, ১৫.৮২% ২য় বিভাগে এবং ৩.৯২% তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। অর্থাৎ ২৫.০৪% পাস করেছে এবং ৭৪.৯৬% অকৃতকার্য হয়েছে।

তাছাড়া এটাও দেখা যায় যে, প্রথম বিভাগ বা স্টার পাওয়া অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট বা মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নম্বরও প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ আমাদের যে পরীক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান তাতে এসব পরীক্ষা যেন মুখস্তবিদ্যার একটা টেস্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিরাট অকৃতকার্যতার হার আমাদের জাতীয় সম্পদ, শক্তি এবং সময়ের একটা বিরাট অপচয়। কিন্তু সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় হলো আমাদের সকলের এ বিষয়ে উদাসীনতা ও অবহেলা লক্ষণীয়।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বাধাসমূহ ক) উপযুক্ত মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব ঃ শিক্ষকতা পেশাটির মান উন্নয়নের সাথে একটি জাতির শিক্ষার মান উন্নয়ন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু অনুতাপের বিষয় যে, আমাদের কলেজসমূহে উপযুক্ত মানসম্পন্ন ও মেধাবী শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। সরকারী উদ্যোগে কলেজ শিক্ষকদের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের উদাহরণ হাতেগোনা কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

খ) কলেজ পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। যেখানে ১ঃ৩৫ অনুপাতকে আদর্শ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বলে গণ্য করা হয়, সেখানে আমাদের কলেজগুলোতে প্রতিটি শ্রেণীতে দু'শ' কিংবা ততোধিক ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে একজন শিক্ষক। ১৯১৬ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১ঃ১৭ এবং ১ঃ৬৮। সাম্প্রতিককালে ঢাকা কলেজের শিক্ষার মান অবনতির কারণ হিসাবে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতের এই বিরাট ব্যবধানকে দায়ী করা হয়। তাছাড়া এই কিছুদিন আগেও পর্যন্ত দেশের ২১৩টি সরকারী কলেজে প্রায় আড়াই হাজারের মতো শিক্ষকের পদ দীর্ঘকাল যাবত শূন্য ছিল।

গ) ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ আমাদের বিদ্যমান পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর শিক্ষণের গুণগত মান ও ফলাফল মূল্যায়নের পরিবর্তে ছাত্রদের মুখস্ত করার ক্ষমতা পরিমাপের একটি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও স্বকীয় প্রতিভার উন্মেষ ঘটানোর পরিবর্তে মুখস্ত এবং নকল প্রবণতাকে উৎসাহিত করছে।

ঘ) গ্রন্থাগার সুবিধার অভাব ঃ এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বর্তমানে ১২১টি সরকারি কলেজে গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য রয়েছে। বিএল কলেজ এবং বিএম কলেজ যেখানে ১৫/২০ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে সেখানেও গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য রয়েছে। ১৯৯৪ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ১৫ হাজার ছাত্রের জন্য ১জন লাইব্রেরিয়ান ছিল, স্টাফ ছিল ৭জন। লাইব্রেরির জন্য বাজেট ছিল মাত্র ২০ হাজার টাকা। এ থেকেই সারা দেশের কলেজ-লাইব্রেরি ব্যবস্থার একটা করুণ চিত্র পাওয়া যায়।

ঙ) পর্যাপ্ত অর্থ ও উপকরণের অভাব ঃ বিরাট সংখ্যক বেসরকারী কলেজ পর্যাপ্ত অর্থ ও উপকরণের অভাবে, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার মান উন্নীত করতে পারছে না। এমনকি কারিগরি বা কর্মমুখী কোন বিষয় শিক্ষাক্রমে থাকা সত্ত্বেও গ্রাম এলাকার অনেক কলেজ এসব বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা করতে পারছে না।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত সবচেয়ে বেশি —জনকণ্ঠ

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র মালদ্বীপ ছাড়া শিক্ষাখাতে ব্যয় বাংলাদেশে সর্বনিম্ন। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় আয়ের ৮% শিক্ষা খাতে বরাদ্দের কথা আছে। বাংলাদেশ সরকার ইউনেস্কোর এই সনদে স্বাক্ষরদাতা হলেও স্বাধীনতাউত্তর এযাবত ক্ষমতাসীন কোন সরকারের বাজেটে শিক্ষাখাতে গড়ে জাতীয় আয়ের ২%-এর বেশি বরাদ্দ রাখা হয়নি।

উপরোক্ত যে সব কারণ রয়েছে তা দূরীকরণের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন সূচিত করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকার ও শিক্ষক সম্প্রদায়কে পাশাপাশি, পরস্পরের সহযোগিতা ও সকলের গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।